যুগান্তর

তারিখ ... 10 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সংকট

জোড়াতালি নয়, স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন

দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় গড়ে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ এ রশিদ। অথচ প্রকাশিত সংবাদেই স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয় সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, এ বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছয়শ'রও বেশি বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক 'বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' (ওএসডি) হিসেবে রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রায় তিনশ' জনই হচ্ছেন সহকারী, সহযোগী এবং পূর্ণ অধ্যাপক। এরা অনেকেই কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত ওএসডি হিসেবে রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করছেন। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছেন প্রভাষকরাও। তারাও 'শিক্ষা ছুটি' নিয়ে ঢাকায় অবস্থান করছেন। এভাবে 'ওএসডি' হয়ে, 'শিক্ষা ছুটি' নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিকিৎসক শিক্ষকের ঢাকায় অবস্থানের কারণে মেডিকেল কলেজে শিক্ষক সংকট আরও বেড়েছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। এ সংকট সামাল দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এক আদেশে কয়েকটি মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সংযুক্ত হাসপাতালগুলোয় কর্মরত সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের তাদের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে বিষয়ভিত্তিক একাডেমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। এভাবে সমস্যার সাময়িক সমাধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে বটে; কিন্তু তা কতটা ফলপ্রসূ হবে সেটাই প্রশ্ন।

জানা গেছে, মেডিকেল কলেজগুলোতে বেসিক সায়েন্সের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, এপিডেমিওলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিনসহ বিভিন্ন কোর্সে পড়ানোর শিক্ষক নেই। কলেজগুলোর প্রধানরা বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিতও করেছেন। একদিকে সরকার দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার স্বার্থে জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে চিকিৎসক তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষক-চিকিৎসকরা 'ওএসডি' হয়ে ঢাকায় এসে জড়ো হচ্ছেন। ফলে সরকারের ভালো উদ্যোগও মুখ থুবড়ে পড়ছে, ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। যতদূর জানা যায়, সরকারের অন্যান্য বিভাগে 'ওএসডি' হওয়ার বিষয়টিকে অমর্যাদাকর বিবেচনা করা হলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে উল্টো বিশেষ তদবির করে ওএসডি হওয়ার চল রয়েছে। আমরা এই তদবির করে 'ওএসডি' হওয়া শিক্ষক-চিকিৎসকদের তাদের পেশার মানবসেবার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সঙ্গে শিক্ষক সংকটে থাকা কলেজগুলোতে তাদের পদায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন রক্ষায় এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এদিকটিতে দৃষ্টি দেয়া জরুরি।